

### ব্যর্থকে ছেড়ে কার্যকরী সঙ্কল্প নাও

আজ, বাপদাদা বিশেষভাবে হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের সাথে মিলনোৎসব উদযাপন করতে এসেছেন। ডাবল্ বিদেশী বাচ্চারা সদা মিলনোৎসব পালনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সেইজন্য আজ, বাপদাদা ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের সাথে তাদের প্রত্যেকের বিশেষত্বের, খোলাখুলিভাবে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনা করতে এসেছেন। প্রত্যেক স্থানের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। কোনো কোনো স্থানে সংখ্যা অনেক, আবার কিছু কিছু স্থানে কম সংখ্যক হয়েও সেখানে অমূল্য রত্ন আছে। এমনকি মাত্র কিছু সংখ্যক বাচ্চাই করা সত্ত্বেও তারা তাদের পার্ট খুব ভালোভাবে অভিনয় করছে। তাদের উত্সাহ-উদ্দম এবং বাচ্চাদের এমন সেবা দেখে বাপদাদা অতিশয় পুলকিত। বিশেষতঃ, বিশ্বের চতুর্দিকে বাবাকে প্রত্যক্ষ করার প্ল্যান বাস্তবায়িত (প্র্যাকটিক্যাল) করায় তোমরা সাফল্য অর্জন করছ। সকল ধর্মের আত্মাদের বাবার সাথে সাক্ষাত্ করানোর প্রয়াস উত্সাহব্যঞ্জক অর্থাৎ খুব ভালো। সেবার প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা অতি প্রবল। তোমরা যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে তারা নিজের ঠিকানা খুঁজে পেয়ে, অনুভাবী হওয়ার কারণে অন্যের প্রতিও তোমাদের দয়া আসে। তোমরা যারাই দূর-দূরান্ত থেকে এসেছ, তাদের একইরকম আগ্রহ - এখানে আসার এবং অন্যান্য অনেককে তোমাদের সাথে নিয়ে আসা। তোমরা অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও তোমাদের এই দৃঢ় সঙ্কল্প সব আত্মাদের কাছাকাছি হওয়ার অনুভব করায়। এই কারণে তোমরা সদা বাপদাদার আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী আত্মা নিশ্চয় করে নিজেদের চালনা করছ।

ব্যর্থ সংকল্পের কারণে নিজেরা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তোমরা প্রতি কল্পের সুযোগ্য পাত্র। আচ্ছা - আজ, বাবা বিভিন্ন পার্টিদের সাথে মিলিত হবেন। বাবার সাথে মিলিত হওয়ার প্রথম চান্স আমেরিকা গ্রুপ লাভ করেছে। অতএব, আমেরিকার তোমরা সবাই একসঙ্গে সেবা করার নান্দার ওয়ান বিস্ময় দেখাবে, তাই না! এখন বাপদাদা দেখবেন কনফারেন্সে কে সবচেয়ে প্রভাবশালী ভি.আই.পি.-দের নিয়ে আসে। নান্দার ওয়ান ভি.আই.পি. কোথা থেকে আসছে? (আমেরিকা থেকে) বাস্তবে, তোমরা বাচ্চারা বাবার ভি.ভি.ভি.আই.পি., তোমাদের থেকে কেউ বড় নয়। যাই হোক, বিশ্বের ভি.আই.পি.-দের মেসেজ দেওয়ার এটাই চান্স। তাদের ভাগ্য বানানোর জন্য তোমাদের এই পুরুষার্থ করতেই হয়। কারণ তারা নিজেদের পুরানো দুনিয়ার মহান ব্যক্তিত্ব মনে করে, ছোট ছোট প্রোগ্রামে তাদের আসা, যথেষ্ট রিগার্ড দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করেনা। এইজন্য বড় প্রোগ্রামে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানোর এটা একটা সুযোগ (চান্স)। কার্যতঃ, বাপদাদা শুধুমাত্র বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনা করতেই মিলিত হন। বাচ্চারা, তিনি বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের জন্য আসেন। যতই হোক, এমন এমন মানুষের অভিযোগও আসা উচিত নয় যে, তারা তাদের যোগ্য নিমন্ত্রণ পায়নি। সেইজন্য তোমরা এই প্রোগ্রাম বানিয়েছ তাদের অভিযোগ সমাপ্ত করতে। বাপদাদার প্রীতি বাচ্চাদের সাথে আর বাচ্চাদের প্রীতি বাপদাদার সাথে। আচ্ছা।

তোমরা সব ডাবল্ বিদেশিরা দেহ - মনে সন্তুষ্ট? কারও মধ্যে সামান্যও সংকল্প তো নেই, তাই না? দেহ বা মনের কোনো রকম প্রবলম আছে? হয়তো শরীর অসুস্থ, কিন্তু শরীরের কোনো অসুস্থতায় মন যেন ডিস্টার্ব না হয়। সদা খুশিতে নাচতে থাকো তবে শরীরও ঠিক হয়ে যাবে। মনের খুশিতে শরীরকে চালনা করলে দুইয়েরই এক্সারসাইজ হয়ে যাবে। খুশি হলো আশীর্বাদ

আর এক্সারসাইজ ওষুধ । যখন তোমরা দুটোই নাও আশীষ এবং ওষুধ, সবকিছু সহজ হয়ে যায় । (কোন একজন বলে, রাতে নিদ্রা আসেনা ) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে যোগে বসো তবে ঘুম এসে যাবে । যোগে বসার সময়ে, বাপদাদার গুণের মহিমা গাও, তাহলে এই খুশিতেই তুমি তোমার ব্যাথা ভুলে যাবে । এই খুশি ছাড়া সরলভাবে যখন তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করার মেহনত করো তখন পরিশ্রমের কারণে তুমি ব্যাথাও ফীল করবে । খুশিতে থাকলে তোমার ব্যাথাও ভুলে যাবে ।

তোমাদের কারও যদি কোনো কোম্পেন থাকে বা যদি নিতান্ত সাধারণ কিছুতে খুব তাড়াতাড়ি কনফিউজড হয়ে যাও, তাহলে ততক্ষণাত্ সেই তুচ্ছ বিষয়কে স্পষ্ট করে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । বেশী বেশী ভাবার অভ্যাস বাড়তে দিওনা । যখন তোমার কোনও কিছু ভাবনা আসছে, সেটাকে ততক্ষণাত্ সেখানেই শেষ করো । অনেক ভাবনা যখন একটার পর একটা আসতে থাকে, সেটা তোমার স্থিতি এবং শরীর উভয়কেই আঘাত করে । এই কারণে ডাবল বিদেশী বাচ্চাদের ভাবনার বিষয়ে ডাবল অ্যাটেনশন দিতে হবে, কেননা একা থেকে তোমরা ভাবনার ন্যাচারাল অভ্যাসকে বাড়তে দিয়েছ । সুতরাং, যে অভ্যাস তোমাদের এর আগে থেকেই আছে, সেইজন্য এখানেও তোমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বেশী ভাবো । ভাবতে ভাবতেই তোমাদের টাইম ওয়েস্টেড হয় আর তোমার সুখ হারিয়ে যায় এবং তখন সেটা শরীরেরও ক্ষতিসাধন করে । সেই কারণে আবার ভাবনা চলতে থাকে । অতএব, দেহ-মনকে সুস্থ এবং খুশি রাখতে হলে কম ভাবো । যদি ভাবতেই হয়, তবে জ্ঞান রত্ন সম্বন্ধে ভাবো । কার্যকরী সংকল্পের সামনে বিপরীতে তোমার ব্যর্থ সংকল্প - "আমার পার্ট তো দৃশ্যমান নয় ! আমার যোগ লাগেনা, আমি অশরীরি হতে পারিনা ।" এই সবই ব্যর্থ সংকল্প । এর পরিবর্তে, কার্যকরী সংকল্প করো, "স্মরণ আমার মূল স্বধর্ম । বাচ্চাদের ধর্মই হলো বাবাকে স্মরণ করা । কেন হবেনা, আমি এটা অবশ্যই করব ! আমি যদি যোগী না হই, তবে কে হবে ? প্রতি কল্পের আমি সহজ যোগী আত্মা ।" সুতরাং, ব্যর্থ সংকল্পের পরিবর্তে এইরকম সম্যোপযোগী সংকল্প করো । তোমার শরীর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছেননা, এইরকম কোনও ব্যর্থ সংকল্প কোরোনা । এর পরিবর্তে উপযুক্ত সংকল্প হলো যে, "এই অন্তিম জন্মে বাবা আমাকে নিজের বানিয়েছেন ।" অন্তিম জন্মের এই শরীরের এটা চমত্কৃত ভাব এবং মহত্ ব্যাপার যে, তুমি তোমার পুরানো শরীর দ্বারা জন্মের পর জন্ম উত্তরাধিকার লাভ করো । আশাহীন সংকল্প কোরোনা, খুশির সংকল্প করো । বাহ্ ! আমার পুরানো শরীরের চমকপ্রদ ঘটনা এমন যে, বাবার সাথে মিলিত হতে আমাকে নিমিত্ত বানিয়েছে ! বাহ্ বাহ্ করে শরীরকে চালনা করো । ঘোড়াকে দৌড় করানোর জন্য যদি তুমি স্নেহভরা হাতে তাকে চালনা করো তো সে খুব ভালো দৌড়াবে । কিন্তু ঘোড়াকে বারবার চাবুক মারলে আরও বিরক্ত করবে । এই শরীরও তোমার, একে বারবার এইরকম বোলোনা যে, এটা অপ্রয়োজনীয়, পুরানো শরীর । এইরকম বলা যেন একে তুমি লাগাতার চাবুক মারছ । খুশির সঙ্গে এই শরীরের মহিমা লাগাতার গাইতে থাকো এবং নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । তারপর তোমার পুরানো শরীর আর তোমায় ডিস্টার্ব করবেনা; খুব ভালোভাবে এটা তোমাকে সহযোগ দেবে । (কেউ একজন বলল, এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করি ঠিকই, কিন্তু তবুও মায়া আসে ) ।

মায়াকে ভয় পাও কেন ? মায়া তো আসে তোমাকে পার্ট পড়াতে । ভীত হয়ো না, শুধু পার্ট পড়ে নাও । কখনও সহনশীলতার পার্ট, কখনও সে একরস স্থিতিতে স্থিত হওয়ার পার্ট পড়ায় । কখনও সে আসে তোমাকে শান্তস্বরূপ হওয়ার পার্ট মজবুত করায় সাহায্য করতে । সুতরাং, মায়া যে রূপে আসে, সেই রূপে তাকে দেখো না, তার ফলে তো ভীত হয়ে যাবে । বরং গভীরভাবে অনুভব করো, মায়া

তোমাকে সহযোগ করতে এসেছে, বাবার কাছে যে পাঠ পড়েছ তা স্থির সংকল্পে পরিণত করায় তোমাকে সাহায্য করতে এসেছে। মায়াকে তোমার সহযোগী রূপে দেখ, তোমার শত্রুরূপে নয়। যখন পাঠ মজবুত করানোর জন্য সে সহযোগী হয়ে আসে, তোমার সমস্ত অ্যাটেনশন সেইদিকে চলে যাবে। তারপর ভয় কমে যাবে আর তোমাদের পরাজয়ও হবেনা। পাঠে স্থির সংকল্প হয়ে অঙ্গদের সমান অটল হয়ে যাবে। সুতরাং, মায়াকে ভয় পেয়ো না। ছোট বাচ্চাদের যেমন মা-বাবা ভয় দেখানোর জন্য বলে, দৈত্য এসে যাবে! তোমরা সবাই মায়াকে দৈত্য বানিয়েছ। বাস্তবে, মায়া তোমাদের কাছে আসতে ভয় পায়, কিন্তু তুমি নিজে কমজোর হয়ে মায়াকে আমন্ত্রণ জানাও। নয়তো সে আসবেনা। সে তোমাকে বিদায়কালীন অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। সে তার লাস্ট ডেট-এর জন্যও অপেক্ষা করছে। তাহলে তোমরা কি করবে? মায়াকে বিদায় দেবে নাকি তোমরা ভয় পাবে!

ডাবল্ বিদেশীদের দ্রুতগতিতে ওড়ার বিশেষত্ব আছে, কিন্তু যখন ভয় পায়, ছোট মাছিতেও ভয় পেয়ে যায়। একদিন তারা অতি খুশিতে উড়বে আর পরবর্তী দিনে তাদের চেহারা বদলে যাবে। এই নেচারকে এখন বদল করো। এর কারণ কি?

এইসবের মূল ফাউন্ডেশন হলো সহনশক্তির খামতি। শুরু থেকেই তোমাদের সহনশীলতার সংস্কার নেই, এই কারণে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে যাও। তোমরা জায়গা বদল করো অথবা যাদের সঙ্গে থেকে বিরক্তি উত্পাদন হয় সেই মানুষজনকে বদল করো কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করো না। এখন তোমাকে এই সংস্কার বদলাতে হবে। "আমাকে নিজেকে বদলাতে হবে!" জায়গা বা অন্যকে বদলানো নয় কিন্তু নিজেকে বদলাতে হবে। এটা বেশী করে তোমার স্মৃতিতে রাখো, বুঝেছ তোমরা? এখন ডাবল্ বিদেশী সংস্কার থেকে স্বদেশের সংস্কারে পরিবর্তন করে সেটা নিজের করে নাও। সহনশীলতার অবতার হয়ে যাও। তোমরা নিজেকে বলো, অ্যাডজাস্ট করতে হবে। কারও থেকে বা কোনো কিছুর থেকে তোমরা অবশ্যই দূরে সরে যেও না বা ছেড়ে দিওনা।

হংস এবং বক পাখির (অ-জ্ঞানী আত্মা) অবস্থা আলাদা। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে কিন্তু সদা এদের প্রতি শুভ ভাবনা রাখার চেষ্টা (try), তোমার কর্তব্য। তাদের উদাহরণ আছে, যারা নিমিত্ত হয়েছিলো তাদের থেকে, যারা সম্পূর্ণভাবে অ্যান্টি তারা শুভ ভাবনার দ্বারা এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব, ফুল ফোর্সের সাথে তোমার শুভ ভাবনা উপযোগী করে তোলার চেষ্টা (ট্রাই) করতে হবে।

তারপরেও যদি না হয় তবে প্রতি পদক্ষেপে ডিরেকশন নাও কারণ, এইভাবে দূরে সরে যাওয়ায় কখনো কখনো তোমার ডিসসার্তিসও হয়ে যায়। আবার কখনো এমনও হয়, যে ব্রাহ্মণ আত্মারা আসে তাদের মধ্যে কিছু অভাব ঘটায় অন্য আত্মারাও ভাগ্য নেওয়ায় বঞ্চিত থেকে যায়, এইজন্য একদম প্রথমে নিজে এটা ট্রাই করো, পরে যদি তোমার মনে হয় যে এটা বড় প্রবলেম, তখন নিমিত্ত আত্মাদের দিয়ে ভেরিফাই করিয়ে নাও। তারপরে যদি তারা মনে করে যে তোমার পক্ষে সরে যাওয়াই ভালো, তুমি তবে সেটাই করো এবং তাহলে আলাদা হলেও তুমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেনা। তোমরা শুধু ডিরেকশন অনুসরণ করে চলো, তাহলেই তোমরা নিশ্চিন্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে তোমরা প্রবল তাড়নায় সবকিছু ছেড়ে দাও। যেমনই হোক, তোমরা নিজের ভুলের কারণে ছাড়ার পরেও সেই আত্মা তোমাকে ক্রমাগত নিজের দিকে টানতে থাকে এবং তোমার বুদ্ধিও সেইদিকে

আকৃষ্ট হয় আর সেটাও একটা বড় বিঘ্ন হয়ে যায়। শারীরিকভাবে তুমি আলাদা হয়েছ কিন্তু মনের হিসেবনিকেশ থাকার দরুণ, নিরন্তর তোমাকে টানতে থাকে। অতএব, নিমিত্ত আত্মাদের থেকে ভেরিফাই করাও, কেননা এটা কর্মের ফিলসফি। জবরদস্তি এড়িয়ে চললেও মন বারবার সেদিকেই টানবে। জ্ঞানস্বরূপ হয়ে কর্মের ফিলসফিকে চেনো এবং এটা ভেরিফাই করাও। তারপর, সমস্ত কর্মবন্ধনকে জ্ঞানযুক্ত হয়ে শেষে করো।

ব্রাহ্মণ আত্মারা যখন সবাই সমকক্ষ হয়ে যায়, তাদের মধ্যে ঈর্ষা উত্পন্ন হয়। আর তারপর ঈর্ষার কারণে সংস্কারের দ্বন্দ্ব হয়। যাই হোক, এর মধ্যে বিশেষভাবে ভাবো যে, কে তোমাদের সমতুল্য নিমিত্ত বানিয়েছেন! তাদের দিকে দেখো না, বরং ভাবো যে, অমুকে এসেছেন ডিউটি করতে অথবা অমুকে টিচার হয়ে গেছে বা নান্দার ওয়ান সার্ভিসেবল হয়ে গেছে। কে সেই আত্মাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন, সেই সম্পর্কে ভাবো। এমনকি যদি বিশেষ নিমিত্ত আত্মা দ্বারা তাদের ডিউটি দেওয়া হয়, তাহলেও ভাবো নিমিত্ত টিচারকে কে নিমিত্ত বানিয়েছেন! এর মধ্যে বাবা যদি মাঝখানে থাকেন তো মায়া পালিয়ে যাবে; ঈর্ষাও তখন পলায়মান হবে। যেমন কথায় আছে না – হয় বাপ নয় তো পাপ। যখন তোমরা বাবাকে তোমাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে দাও তখনই পাপ আসে। ঈর্ষাও পাপকর্ম তাই না! উদাহরণস্বরূপ, যদি বাবা কাউকে নিমিত্ত বানান, তাহলে জানবে, যে কার্য বাবা করেন তা কল্যাণকারী। যদি তার মধ্যকার এমন কোনকিছু যা তুমি পছন্দ করছনা, হতেও পারে সেটা রং, কারণ সবাই পুরুষার্থী। এমনকি যদি এটা ভুল হয়, তবে তুমি তোমার শুভ ভাবনা দিয়ে সেটা তোমার ওপরে, বড়দের দিয়ে দেওয়া উচিত। ঈর্ষার বশে নয়; যা বাবার সেবা তাই আমার সেবা – তোমার এই শুভ ভাবনা দিয়ে এবং শ্রেষ্ঠ দায়িত্বে বিষয়টাকে ওপরে অর্পণ করে দেওয়া উচিত। তাদেরকে এটা দেওয়ার পরে নিজে নিশ্চিত হয়ে যাও। পরে এটা ভেবোনা যে, তুমি তাদের সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলে অথচ কি হলো! আশ্চর্যের বিষয় যে কিছুই হয়নি। কিছু করা হয়েছে কি হয়নি, সেই দায়িত্ব বড়দের। শুভ ভাবনা দিয়ে তুমি তাদের বলেছিলে এবং নিজেকে বোঝাশূন্য করাই ছিলো তোমার কাজ। যদি দেখ, বড়দের এই ব্যাপারে খেয়াল নেই, তুমি তাদের দ্বিতীয়বার লেখো। যাই হোক, সেবার মনোভাব নিয়ে লেখো। নিমিত্ত যারা, তারা যদি বলে, তুমি সেই বিষয়টাকে ছেড়ে দাও, তবে নিজের সংকল্প এবং সময় বৃথা নষ্ট কোরোনা। ঈর্ষান্বিত হয়ো না। কিন্তু এটা কার কার্য আর কে তাদের নিমিত্ত বানিয়েছেন, শুধু সেটা স্মরণ করো। কোন্ বিশেষত্বের কারণে তাদের বিশেষ বানানো হয়েছে? সেই বিশেষত্ব নিজে ধারণ করলে দ্রুতগামী (race) হয়ে যাবে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী (রীস) নয়। বুঝেছ তোমরা?

কখনও আপসেট হয়ো না। যদি কেউ কিছু বলল তো সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো কোন্ অভিপ্রায়ে সে এই কথা বলেছে। যদি সে সেটা স্পষ্ট না করে, তবে যারা নিমিত্ত হয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করো যে সেই পরিস্থিতিতে তোমার দোষ ছিলো কিনা! যদি উপর থেকে ভেরিফাই হয়ে যায়, তোমার দোষ নেই তাহলে তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও। একটা জিনিস সবার বোঝা উচিত যে, ব্রাহ্মণ আত্মাদের দ্বারা এখানেই হিসেবনিকেশ চুকাতে হবে। ধর্মরাজপুরী থেকে বাঁচার জন্য ব্রাহ্মণ কোথাও না কোথাও নিমিত্ত হয়ে যায়। সুতরাং, ব্রাহ্মণ পরিবারে কি হয় সেই সম্পর্কে ভয় পেয়োনা! ব্রাহ্মণ আত্মাদের হিসেবনিকেশ ব্রাহ্মণ আত্মাদের দ্বারাই চুকাতে হবে, এখন তা চুকে যাচ্ছে, এই খুশিতে থাকো। তোমার হিসেবনিকেশ অবিলম্বে সমাপ্ত হবে আর তারপর উন্নতি ছাড়া কিছু থাকবেনা। এখন

প্রতিজ্ঞা করো, তুমি ছোট ছোট ব্যাপারে কনফিউজ হবে না । তুমি প্রবলেম হবে না কিন্তু প্রবলেম নিবারণকারী হবে । বুঝেছ তোমরা ?

বরদান:- নিজের শক্তি বা গুণের দ্বারা দুর্বলকে শক্তিমান বানিয়ে শ্রেষ্ঠ দানী বা সহযোগী হও

শ্রেষ্ঠ স্থিতির সুযোগ্য বাচ্চাদের সর্বশক্তি আর সর্বগুণ, প্রয়োজনের সময় সদা সহযোগে থাকে । তাদের সেবার বিশেষ স্বরূপ হলো, বাবা দ্বারা প্রাপ্ত গুণ আর শক্তিকে অগুণানী আত্মাদের দান এবং ব্রাহ্মণ আত্মাদের সহযোগ দেওয়া । দুর্বলকে শক্তিশালী বানানো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান এবং সহযোগ । তোমরা যেমন বাণী দ্বারা বা মন্সা দ্বারা সেবা করো, সেইরকম প্রাপ্ত হওয়া গুণ আর শক্তির সহযোগ অন্য আত্মাদের দাও, প্রাপ্তি করাও ।

স্লোগান:- যারা তাদের দৃঢ় নিশ্চয় দিয়ে ভাগ্যকে নিশ্চিত করে, তারাই সদা নিশ্চিন্ত থাকে ।